29

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন কেন হয়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পিছানো আন্দোলনের মৌসুম শুরু হয়েছে। প্রতিবছর অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার রুটিন প্রকাশিত হলেই এ আন্দোলন শুরু হয়। বিগত অন্তত দশ বছরে প্রথম ঘোষিত তারিখে অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন একটি ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনের প্রথমদিকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা না পেছানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অবশেষে শুরু হয় ভাংচুর, মিছিল, সমাবেশ ও ধর্মঘট। এক পর্যায়ে পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরপর বেরিয়ে যায় পাস করে।

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পরীক্ষা পেছানো আন্দোলনের পক্ষে প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীদের প্রধান যুক্তি থাকে একটি। তা হলো সময়মতো কোর্স সম্পন্ন হয়নি। একই রকম যুক্তি শোনা যাচ্ছে এবছরও। জানা যায়, সমাজ বিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইংরেজীসহ কয়েকটি বিভাগের কোর্স এখনও সম্পন্ন হয়নি। এদিকে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৪ জানুয়ারি। পরীক্ষার ৪০ দিন আগে রুটিন দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা এবার অনুসরণ করা হয়নি। তাছাড়া রমজান মাসে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। যে কারণে বিকাল পাঁচটায় পরীক্ষা দিয়ে ইফতার প্রসঙ্গে আপত্তি এসেছে ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে।

প্রথমে কয়েকটি বিভাগের কোর্স সম্পন্ন না হওয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রতিবছরই দেখা যায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিভাগ যথাসময়ে কোর্স শেষ করতে পারে না। কয়েকটি বিভাগের জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয় সমগ্র কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ছাত্রছাত্রীদের। অথচ বাণিজ্য অনুষদের প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ দায়িত্বে পরীক্ষা গ্রহণ করে। রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগ নিজেদের পছন্দমতো পরীক্ষা নিয়ে নেয়। শুধু ব্যতিক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। সব বিষয়ের কোর্স সম্পন্ন না হলে এসব অনুষদের পরীক্ষা নেয়া হয় না। যে কারণে একটি বিভাগের জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় অন্যান্য বিভাগকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন গুটিকয়েক বিভাগের কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁধে দেয়া সময়ে শেষ হবে না? এ প্রসঙ্গে কোন কোন শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া কোর্স বড় বলে যথাসময়ে শেষ হয় না বলে প্রতিবছর শোনা যায়। কিন্তু কোর্স যদি এত বড়ই হবে তাহলে তা ছোট করা হয় না কেন? এসব বিষয় কর্তৃপক্ষকে এখনই ভাবতে হবে। প্রশাসনিক ভবনের উপর কমাতে হবে নির্ভরশীলতা। পরীক্ষা পেছানো আন্দোলনের ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয় কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের সাথে। তিনি বলেন, গুটিকয়েক বিভাগ নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পন্ন করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে দেখা হবে। পরীক্ষা পেছানো হবে, কি হবে না, সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি।